ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

হঠাৎ বিপাকে অক্ষয়

পৃঃ ৫

রিয়ালের বর্ণিল এমবাপ্পে বরণ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯৯ ● কলকাতা ● ০৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২২ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রবল দুর্যোগে বিপর্যস্ত

চারধাম যাত্রা উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চারধাম যাত্রা। দুর্যোগের ফলে গৌরী কুন্ডের কাছে ধস নামে। ধসের ফলে মাটি চাপা পড়ে কমপক্ষে তিনজনের মৃত্যু এবং আট জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তরাখণ্ড চলছে প্রবল বর্ষণ। তার জেরে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। এইজন্য উত্তরাখণ্ড সরকার যাত্রীদের আগে থেকেই সতর্ক করেছেন। প্রবল বর্ষণের ফলে রবিবার ভোরে গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথ যাবার পথে চিরবাসা এলাকায় ধস নামে। এই ধসে মাটি চাঁপা পড়ে দুজন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা এবং একজন রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। যে তিনজন মারা গেছেন তাঁরা হলেন মহারাষ্ট্রে নাগপুরের বাসিন্দা কিশোর অরণ পারাটে (৩১), সুনীল মহাদেব কালে (২৪) যিনি মহারাষ্ট্রের জালনার বাসিন্দা। আর অপরজন রুদ্রপ্রয়াগের তিলওয়ারার বাসিন্দা অনুরাগ বিস্ত। এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে দিয়েছে। উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে কেদারনাথে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়েছে। সেই জন্য এই বছর উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে আরো বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে যাত্রা করানো হচ্ছে।

রবিবার সংসদে সর্বদলীয় বৈঠকে

গড়হাজির তৃণমূল কংগ্রেস

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : রবিবার সংসদে সর্বদলীয় বৈঠকে গড়হাজির তৃণমূল। আগামীকাল সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আর আগামী পরশু অর্থাৎ ২৩ শে জুলাই তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন।

বাদল অধিবেশনের আগে নয়া দিল্লিতে সংসদের প্রধান কমিটি কক্ষ, সংসদ ভবন এঅ্যানেক্সিতে সর্বদলীয় বৈঠক চলছে। এই সর্বোদলীয় বৈঠকে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

রবিবার একুশে জুলাই হওয়ায় কলকাতায় তৃণমূলের শহীদ স্মরণে বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের উচ্চপদস্থ নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। এইজন্য সংসদের উভয় কক্ষে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেনি। ১৮ তম লোকসভা গঠনের পর তৃতীয় মোদি সরকারের এটি প্রথম বাজেট অধিবেশন। এই বাজেট

এরপর ৩ পাতায়

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতায়

'পাশ মার্ক' পেয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের 'বক্সীদা'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় শহিদ দিবসের সমাবেশের শেষ লগ্নে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমাদের শহিদ সমাবেশ সম্পন্ন হল।" বস্তুত, শুধু তৃণমূলের বার্ষিক শহিদ সমাবেশই সম্পন্ন হল না, পরীক্ষা শেষ হল তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীরও। সমাবেশের ভিড় তো বটেই, আপাদমস্তক 'রাজনৈতিক' চেহারা বলছে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতায় 'পাশ মার্ক' পেয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের 'বক্সীদা'।ধর্মতলার মঞ্চ বাঁধার কাজের দেখভাল করা থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক ও কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে দূরদূরান্ত থেকে আগত জেলার কর্মীদের থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, তা-ও দু'বেলা নিজেই একাধিক ব্যক্তিকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন রাজ্য সভাপতি। কোথাও কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি কথা কানে এলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাকে ফোনে ধমক দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন কড়া মেজাজের বক্সী। এমনিতে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 'অম্ল-মধুর' সম্পর্ক বক্সীর। কিন্তু শনিবার রাতে সমাবেশে সংবাদমাধ্যমের মঞ্চ তৈরির দায়িত্বে থাকা এক কর্মীকে ফোন করে সুব্রত

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

এরপর ৩ পাতায়

খড়গপুর থেকে ধর্মতলার পথে জীবন্ত লক্ষ্মী

বেবি চক্রবর্ত্তী,পশ্চিম মেদিনীপুর : নিউজ সারাদিন : একুশে জুলাইতে যোগ দিতে স্বর্গ থেকে নেমে গেলেন মা লক্ষ্মী । খড়গপুর থেকে সোজা চললেন ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। মা লক্ষ্মী নিজেই কয়েকশ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দিদির বক্তব্য শোনার জন্য। খড়গপুর হিজলি স্টেশনে তখন ঠেশাঠেসি ভিড়। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ করে দেখা গেল মা লক্ষ্মীকে। তার হাতে রয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডার। খড়গপুর আইএনটিটিইউসির তরফে একটি রেলির আয়োজন করা হয়। তার একেবারে প্রথম ভাগে উপস্থিত ছিলেন মা লক্ষ্মী। পেঁচা এবং লক্ষ্মীর ভান্ডারের ঝুলি হাতে নিয়ে তিনি রওনা দিয়েছেন ধর্মতলার উদ্দেশ্যে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মা লক্ষ্মী। তার সঙ্গে ছিলেন তার অনুচরেরা। কিন্তু হঠাৎ করে কেন এমন সাজে ধরা দিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মী রুপি তৃণমূল মহিলা কর্মী জানিয়েছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার পাই তাই মমতাকে ধন্যবাদ জানাতে একুশে জুলাই এর সভায় যোগদান করতে যাচ্ছি। মাথায় মুকুট গলায় মালা, একেবারে দেবী লক্ষ্মীর সাজে সজ্জিত হয়ে হাতে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে খড়গপুর থেকে কলকাতার পথে জীবন্ত লক্ষ্মী। তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে পা বাড়ানো লক্ষ্মীকে দেখতে কাতারে কাতারে ভিড় পড়ে যায় হিজলি স্টেশনে। আজ একুশে জুলাই এর মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেই ধর্ম তলায় মাথায় ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাতারে কাতারে তৃণমূল কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বার্তা দেন তা জানবার জন্য উৎসুক তারা। এখনো পর্যন্ত জারি রয়েছে তৃণমূল কর্মীদের আগমন।

ভারত - নিউজিল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রসার ও

গভীরতা সম্পর্কে টেলিফোনে কথা বললেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২০ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রিস্টোফার লুক্সন-এর সঙ্গে আজ টেলিফোনে কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে শ্রী নরেন্দ্র মোদী পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান মিঃ লুক্সন। তিনি আরও বলেন, ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দু-দেশের সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তিতে দুটি দেশই সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ। আগামী দিনগুলিতে এই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও নতুন নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে দুই বিশ্ব নেতাই তাঁদের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক কালে দুটি দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পরিসর যে ভাবে প্রসারিত হয়েছে তার সূত্র ধরে এই সম্পর্ককে আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার সপক্ষে সহমত প্রকাশ করেন শ্রী মোদী ও মিঃ লুক্সন। তাঁরা বলেন যে বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক সহযোগিতা, পশুপালন, ওষুধ উৎপাদন, শিক্ষা এবং মহাকাশ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সহযোগিতার বাতাবরণকে আরও উন্নত করে তোলা সম্ভব। নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মিঃ লুক্সন যেভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে, মিঃ লুক্সন এই মর্মে শ্রী মোদীকে আশ্বস্ত করেন যে নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী ভারতীয়দের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তিনি যথা সাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ভবিষ্যতেও দুটি দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে দুই বিশ্ব নেতাই তাঁদের সম্মতি প্রকাশ করেন।

এরপর ৩ পাতায়

শিবু হাজরার প্রপার্টিতেই পুলিশের প্রহরা !

সন্দেশখালি : নিউজ সারাদিন : শিবপ্রসাদ হাজরা। সন্দেশখালির আরেক ত্রাস ! তৃণমূলের ব্লক সভাপতির পাশাপাশি জেলা পরিষদের সদস্যও বটে ! এই শিবু হাজরার বিরুদ্ধেই ভেড়ির জন্য জমি দখল, জমি দাতাদের টাকা না দেওয়া, কেউ কিছু বলতে গেলে মারধর করা, এমনকী নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য ও সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকে সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে মানুষের এত ক্ষোভ, এত রাগ...এত অভিযোগ...। অথচ তাঁকে ধরা তো দূর, উল্টে সেই শিবু হাজরার প্রপার্টিতেই বসেছে পুলিশের প্রহরা ! তা দেখে গ্রামের কেউ কেউ তো বলছেন, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা এবং শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ, শিবপ্রসাদ হাজরার পকেটে পুলিশ! কিন্তু, শেখ শাহজাহান আর তাঁর ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরা কোথায় গেলেন? পুলিশ তাঁদের ধরতে পারছে না? না কি ধরছে না? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সেটাই।কিন্তু, শিবু হাজরা পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরেই ! এদিকে, তাঁর পোলট্রি ফার্ম পাহারা দিচ্ছে পুলিশ!

সন্দেশখালিকাণ্ডে তৃণমূলের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহানের অন্যতম শাগরেদ উত্তম সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু আরেক অভিযুক্ত শিবপ্রসাদ হাজরা ? কারণ তাঁর বিরুদ্ধেও তো গ্রামবাসীর অভিযোগের শেষ নেই ! সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের প্রায় প্রতিটি দ্বীপেই, শেখ শাহাজাহান ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে, ভেড়ির জন্য জমি দখল ! জমি নিয়ে টাকা না দেওয়া ! টাকা চাইলে মারধর, নারী নির্যাতনের মতো দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা ! সন্দেশখালির বাসিন্দা দীপালি সর্দার বলেন, 'আমাদের দাবি এখনও শিবু হাজরাকে গ্রেফতার, যতদিন না হবে, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।'

২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিরাট ভেড়ির হাতবদল হল ! কিন্তু, জমি যাঁরা দিলেন, তাঁদের ভাগ্য ফিরল কি ? সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের সাধারণ খেটে খাওয়া এই মানুষগুলো কী বলছেন ? সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের কাণ্ডারপাড়া-কাছারিপাড়ার এক বাসিন্দা বলেন, 'নোনা জল তলা নিয়ে, ঘেরফের করে দিয়ে, জোর জবরদস্তি করে, খাসের জায়গা-টায়গাগুলো সরকার থেকে যেগুলো দিয়েছিল, সেগুলো শিবু হাজরা, উত্তমবাবু, ওরাই জোর করে নিয়ে...লিজ টাকা দেবে বলে দেয়নি। এখনও পর্যন্ত কাউকে দিচ্ছে না!'

শিবানীপুরে গুরু পূর্ণিমা পালন ও সাহিত্যের আড্ডা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সঞ্জীবনী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ও 'মুক্তকণ্ঠ'-র সহযোগিতায় ৫ ই শ্রাবণ গুরু পূর্ণিমা ও সাহিত্যের আড্ডা অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ফলতা থানার অন্তর্গত শিবানীপুর মুক্তকণ্ঠ ভবনে। এদিনের অনুষ্ঠানে বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সকল গুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়। "দেশ আমার মাটি আমার" পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক তপনকান্তি মন্ডল গুরু পূর্ণিমার তাৎপর্য আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, নেপাল, ভূটান সহ ভারতীয় জনজীবনে গুরুর অবস্থান অনেক উঁচুতে । একাধারে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বর। তিনিই শিষ্যকে সঠিক দিশা দেখান, অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলেন। কেবল হিন্দু নয়, ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্মাবলম্বী গুরু পূর্ণিমাকে সমান মান্যতা দিয়ে থাকে। এদিন সঞ্জয় গায়েন সম্পাদিত দুটি পত্রিকা 'সনাতনী পাঠশালা'র চতুর্থ সংখ্যা এবং 'অবকাশে'র অণু গল্প বিশেষ বর্ষালি সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। সঞ্জয় গায়েন গুরু পূর্ণিমা ও ভারতীয় সনাতন ভাবধারায় জীবন যাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভার দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয় সাহিত্যের আড্ডা। জেলার বিভিন্ন স্থানের নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিক এই আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন। অণু গল্প , ছড়া, কবিতা প্রভৃতি পাঠ ও গানে আড্ডা বেশ জমে ওঠে। বক্রেশ্বর মন্ডল, নিশিকান্ত সামন্ত, ভীম ঘোষ, দত্তা রায়, দিলীপ কুমার ঘোষ, দেবিকা সামন্ত, শিশির পাইক,মানস চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ জানা, হরিহর বৈদ্য, শক্তি পুরকাইত প্রমুখ আরও অনেকে স্বরচিত লেখা পাঠ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অবকাশের প্রকাশিকা শ্রাবণী দাস।

বাংলাদেশ থেকে রবিবার সকালে

ভারতে ফিরলেন প্রায় ৪০০ পড়ুয়া

কোচবিহার: নিউজ সারাদিন : কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে রবিবার সকালে ভারতে ফিরলেন প্রায় ৪০০ পড়ুয়া। বাংলাদেশে উত্তাল পরিস্থিতির জেরে প্রাণ হাতে নিয়ে এদেশে ফিরছেন একের পর এক ভারতীয় সহ ভিনদেশের পড়ুয়ারা। সেদেশে আটকে পড়া ভারত,নেপাল ও ভুটানের শয়ে শয়ে পড়ুয়াকে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। প্রায় ৫০০ জনকে এখনও পর্যন্ত চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে ফেরানো হয়েছে। এখনও যারা আটকে রয়েছেন, তাদেরও ফেরানোর সমস্ত ব্যবস্থা দ্রুত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বাংলাদেশে আপাতত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ। লাগামহীন হিংসার জেরে বহু ছাত্রের মৃত্যুর মাঝে নিরাপদ নয় বিদেশি ছাত্ররাও। তাই তড়িঘড়ি তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রাণ হাতে করে ফিরছেন একের পর এক পড়ুয়া। রবিবার কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ধাপে ধাপে ঢোকে প্রায় ৪০০ জন পড়ুয়া। চ্যাংরাবান্ধায় আসার পর পড়ুয়াদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পুলিস ও প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট চত্বরে খোলা হয়েছে পুলিসি সহায়তা কেন্দ্র। উপস্থিত রয়েছেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই, মেখলিগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিষ পি সুব্বা, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মিঠুন বিশ্বাস, ওসি,আইসিপি সুরজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। এদিন সকালে ভারতের মাটিতে পা রেখে অনেকেই জানালেন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। তাঁরা জানিয়েছেন, প্রাণ হাতে নিয়ে সীমানা পেরিয়ে ভারতে ফিরলাম। ডাক্তারি সহ বিভিন্ন কোর্সে পড়াশোনার জন্য ভিনদেশের পড়ুয়ারা বাংলাদেশে যায়। প্রাইম মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ সহ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এদিন ভারতে ফিরলেন।

নীট কেলেঙ্কারির কারণে কেন্দ্রের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের

বাড়িতে তল্লাশি হবে না কেন:অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিট কেলেঙ্কারি কাণ্ডে এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক এদিনের মঞ্চ থেকে বলেন, "এত বড় দুর্নীতি। তারপরও শিক্ষামন্ত্রীকে ন্যূনতম জেরা পর্যন্ত করেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা।" তবে প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে অভিষেক যেভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন তাতে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। বস্তুত, শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগ এবং বান্ধবীর বাড়ি থেকে নগদ ৫১ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধারের পরপার্থকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। মন্ত্রিসভা থেকেও বাদ পড়েন। যদিও আদালতে বারে বারেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন., তিনি নির্দোষ, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।২০২২ সালের ২২ জুলাই গভীর রাতে বাংলার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।তখন থেকেই জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন ধর্মতলার শহিদ মঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, "সেদিন যদি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হতে পারে, তাহলে দেশের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি, নীট কেলেঙ্কারির কারণে কেন্দ্রের মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের বাড়িতে তল্লাশি হবে না কেন?"

খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন অভিষেক নিজেই। বলেছেন, "ওদের কাছে ইডি, সিবিআই আছে বিচারালয়ের একাংশ আছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে সাধারণ মানুষ আছে।" ভোটের সময় এজেন্সির সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, "যারা বলেছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে সাফ করে দেবো, তারা আজকে নিজেরাই সাফ। কারণ, তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।" প্রসঙ্গত, প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে এর আগে কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেছিলেন, প্রশ্ন খুব বেশি ছড়ায়নি। এমনকী কেন্দ্রের তরফে জমা দেওয়া হলফনামায় আদালতে এও বলা হয়ে, শুধুমাত্র আশঙ্কার কারণে নিট-ইউজির ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থীকে নতুন করে পরীক্ষার চাপে ফেলতে চান না তাঁরা। বরং, কোনও অযোগ্য পরীক্ষার্থী যাতে কোনওভাবে সুবিধা না পায়, সেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অভিষেক এদিনের মঞ্চ থেকে বলেন, "এত বড় দুর্নীতি। তারপরও শিক্ষামন্ত্রীকে ন্যূনতম জেরা পর্যন্ত করেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা।" তবে প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে অভিষেক যেভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন তাতে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। বস্তুত, শিক্ষা দুর্নীতির অভিযোগ এবং বান্ধবীর বাড়ি থেকে নগদ ৫১ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধারের পরপার্থকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। মন্ত্রিসভা থেকেও বাদ পড়েন। যদিও আদালতে বারে বারেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন., তিনি নির্দোষ, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

এই প্রথম হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অপোলেরহাট এবং চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে চারটি থানা পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।থানা উদ্বোধন ঘিরে ততপরতা তুঙ্গে। শনিবার রাতেই ভাঙড়ের চারটি থানাতে পৌঁছয় পুলিশের লাঠি, হেলমেট, ওয়াকি টকি-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ভাঙড়ের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ নিজেই এই কাজ তত্ত্বাবধান করেন। সূত্রের খবর, নতুন বছরের শুরুতেই ফোর্সও ঢুকবে থানাগুলিতে। বোমা-গুলির বিরাম নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাঙড়ে। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরেও রোখা যায়নি প্রাণহানি।

এরপর ৪ পাতায়

অসহায় বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিতে আগ্রহী মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সংরক্ষণ ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলনে জ্বলছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। গত ৩-৪দিন ধরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সেখানে। জারি কার্ফু, বন্ধ ইন্টারনেট, পথেঘাটে সাঁজোয়া গাড়ির টহল। প্রতিবেশী দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে সতর্ক নয়াদিল্লিও।বাংলাদেশে বহু ভারতীয় পড়াশোনার জন্য যান। তার মধ্যে বাংলার পড়ুয়ারাও রয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসা, আত্মীয়তা সহ বিভিন্ন কারণে দুই বাংলার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক খুবই চেনা দৃশ্য। বাংলাদেশের এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে যখন গোটা বিশ্বে চর্চা, সেই সময় উল্লেখযোগ্য বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকেই মনে করছেন, আগামী দিনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর বড়সড় আক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে ওপার বাংলায় থাকা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানরা দলে দলে এপার বাংলায় আসতে চাইবেন সীমানা পেরিয়ে। তা সে বৈধ ভাবেই হোক কী অবৈধ ভাবে। কার্যত হাতে প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে সর্বহারা হয়ে আসবেঝন তাঁরা এপার বাংলায়। সেক্ষেত্রে এ রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে বেশ অবগত আছেন মমতা। তাই সময় থাকতে থাকতেই এদিন তিনি একুশের মঞ্চ থেকেই বড় বার্তা দিয়ে দিলেন। যে বার্তা ভারত সরকারের দেওয়ার কথা, কার্যত সেই আশ্বাস বার্তা মমতাই দিয়ে দিলেন। ঢাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। তারই মাঝে রবিবার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে জানিয়েছে, দেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ সংরক্ষণ থাকছে। এর মধ্যে ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য। বাকি ২ শতাংশ থাকছে অন্যান্য শ্রেণিভুক্তদের জন্য। বাকি ৯৩ শতাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে মেধার ওপর ভিত্তি করে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এই রায় সে দেশের নিরিখে ঐতিহাসিক। আর সেই ঐতিহাসিক রায়ের দিনেই একুশের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বড় আশ্বাস দিলেন এপার বাংলার নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন একুশের সভার একদম শেষ দিকে মমতা মুখ খোলেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। বলেন,'বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলব না ওটা আলাদা দেশ। যা বলবে ভারত সরকার বলবে। আমি এটুকু বলতে পারি, যদি অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় কড়া নাড়ে তবে আমরা আশ্রয় নিশ্চয় দেব। রাষ্ট্রপুঞ্জের (UNO) একটা নির্দেশ আছে, কেউ যদি শরণার্থী হন, তবে তার পাশের এলাকা সম্মান জানাবে। এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনও উত্তেজনায় না জড়াই। সহমর্মিতা রয়েছে। বাংলাদেশে যদি আপনাদের কোনও পরিবার থাকে, পরিজন থাকে, কেউ পড়াশোনা করতে যান, চিকিৎসা করাতে এসে ফিরতে না পারেন, যদি কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, আমাকে বলবেন। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্মান জানাবে। অসমে যখন সমস্যা হয়েছিল, আলিপুরদুয়ারে ছিলেন অনেকে। আমি গিয়েছিলাম দেখা করতে। তবে একটা কথা বলছি, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনওপ্ররোচনায় না যাই, কোনও প্ররোচনায় পা না দিই। ছাত্রছাত্রীদের প্রাণ যাচ্ছে। যারই রক্ত ঝরুক তাঁদের জন্য সহমর্মিতা রয়েছে। আমরা দুঃখ পেয়েছি। খবর রাখছি। আমাদের সহমর্মিতা, দুঃখ থাকবে।'

১-ম পাতার পর

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতায় 'পাশ মার্ক' পেয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের 'বক্সীদা

জানতে চান, "মিডিয়ার জন্য ওয়াইফাইয়ের বন্দোবস্ত কি হয়ে গিয়েছে?'' জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানান, "হ্যাঁ দাদা।" আর রবিবার সকাল থেকেই মঞ্চের হাজির হয়েছিলেন বক্সী। শেষ মূহূর্তের প্রস্তুতি দেখার পাশাপাশি, পুলিশ-প্রশাসন ও নেতাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখে সব মিছিলকে ধর্মতলামুখী করার নির্দেশ দিতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রত্যাশিত ভাবেই প্রতি বছরের মতো তাঁকেই সভায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব দিয়েছিল দল। সেই দায়িত্ব নিয়ে মাইক্রোফোন হাতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও করেছেন বক্সী। আবার বক্তৃতা শেষ করেই সভা পরিচালনার দায়িত্ব পিছন থেকেই সামলেছেন। শেষে নিজেই সভা সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা করে সমাবেশ শেষ করেছেন তিনিই। লোকসভা ভোটের পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠন থেকে 'ছোট বিরতি' নিয়েছিলেন চিকিৎসার কারণে। তাই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নামে আয়োজিত ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ আয়োজনের দায়িত্ব মমতা দিয়েছিলেন বক্সীর উপরেই। গত প্রায় এক মাস ধরে এই সভা সফল করতে দিনরাত পরিশ্রম করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। রবিবার সমাবেশের শেষে তাই খানিক তৃপ্ত দেখিয়েছে এই বর্ষীয়ান রাজনীতিককে। এমনিতে পশ্চিমবঙ্গ যুব তৃণমূলের তরফেই এই সভার আয়োজন করা হয়। গত কয়েক বছরে যুব সংগঠনের সঙ্গে অভিভাবকের মতো ওই সমাবেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। অভিষেক চিকিৎসার কারণে সংগঠনের কাজকর্ম থেকে বিরতি নেওয়ায় সমাবেশের দায়িত্ব পেয়েই বক্সী প্রস্তুতি শুরু করে দেন রাজ্য স্তরে। কখনও বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন, কখনও ভবানীপুরে তাঁর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের পার্টি অফিসে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নিয়ে বৈঠক শুরু করেন। পাশাপাশি, জেলার নেতাদের কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে দায়িত্বও বুঝিয়ে দেন। রাজ্য সভাপতি হিসেবে চিঠি পাঠান দলের সমস্ত জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানকেও। বক্সীর চিঠিতে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরূপ বিশ্বাস এবং সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের নাম ও ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। সঙ্গে নির্দেশ ছিল, সমাবেশ আয়োজনের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার। বক্সীর চিঠিতে বলা হয়েছিল, প্রতিটি ব্লকে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা করতে এবং ওই দিন যাতে ধর্মতলায় 'রেকর্ড জমায়েত' হয়, তা সুনিশ্চিত করতে। জেলাভিত্তিক নেতাদের দায়িত্ব বণ্টনের পরে শহিদ সমাবেশের মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরুর খুঁটিপুজোতেও হাজির তৃণমূলের 'বক্সীদা'। তবে তৃণমূলের প্রবীণ নেতারা জানাচ্ছেন, প্রতি বারই বক্সী খুঁটিপুজোর সময় হাজির থাকেন। এ বারও উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু পাশাপাশিই ওই নেতা বলেছেন, "গত কয়েক বছরে সমাবেশ আয়োজনে বক্সীদাকে এতটা সক্রিয় থাকতে দেখিনি।"

বক্সীর সঙ্গে সমাবেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ বলেন, "বক্সীদার নেতৃত্বে আমরা সকলে কাজ করেছি। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য আমাদের একটি নির্দিষ্ট ব্লুপ্রিন্ট আগে থেকেই রয়েছে। সেই ব্লুপ্রিন্ট দেখে সমাবেশকে এ বার কী ভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেই পরিকল্পনা নিয়েই আমরা এগিয়েছিলাম। সেই লক্ষ্যে আমরা সফল।" জয়প্রকাশ আরও বলেন, ''একটি জনবহুল এলাকায় রাজনৈতিক সমাবেশ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু সভাপতি সমাবেশ শেষ হয়েছে বলে ঘোষণার পর যেভাবে নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা শৃঙ্খলা দেখিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে ফিরে গিয়েছেন, এটাই আমাদের কাছে এই সমাবেশের বড় প্রাপ্তি।"

১-ম পাতার পর

রবিবার সংসদে সর্বদলীয় বৈঠকে গড়হাজির তৃণমূল কংগ্রেস

অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার পর সংসদের উভয়পক্ষে আলোচনা হবে। এই প্রথম সংসদ অধিবেশনে ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, মনিপুর পরিস্থিতি এবং নিট বিতর্ক সহ বেশ কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা হলে সংসদ ভবনে খুব বাকবিতন্ডা চলে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মানবিক মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফারুক আহমেদ : নিউজ সারাদিন : আমরা জানি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ। তাঁরা জানেন বৈচিত্র্যময় ভারত হল নানা ভাষার ও নানা জাতের মানুষের মিলন ক্ষেত্র। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ হল ভারত। মিশ্র সংস্কৃতি আমাদের অর্জিত বৈভব, তা আমরা কখনোই নষ্ট হতে দেব না। ২১ জুলাই ২০২৪ শহিদ স্মরণে ধর্মতলায় ঐতিহাসিক সারা বাংলার মানুষের বক্তব্য রাখলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যা। 'একুশে জুলাই মানেই আবেগ জর্জরিত এক দীপ্তিময় আলোর ছটা। আজ বাঁধনছাড়া উল্লাস, সীমাহীন উচ্ছ্বাস এবং অভূতপূর্ব ভালোবাসায় আমি এবং গোটা তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার কৃতজ্ঞ। আমার প্রণম্য গণদেবতা আজ প্রমাণ করেছেন, বাংলার আকাশে-বাতাসে মুখরিত এবং জয়ধ্বনি কল্লোলিত হচ্ছে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের। এই বছরের একুশে জুলাই আমাদের কাছে পুনরায় নবরূপে ধরা পড়েছে। আজকের দিনের ১৩ জন শহিদ-সহ, বিভিন্ন গণআন্দোলনে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমি নতমস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ প্রমাণ করেছেন, এই পবিত্র মাটিতে কোনো দুর্বৃত্তদের স্থান নেই। আগামীর লড়াইয়ে কোনো আত্মতুষ্টি নয়, মানুষের এই আশীর্বাদ-দোয়া-ভালোবাসাকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। জয় বাংলা! জয় তৃণমূল!'

নয়া নাগরিকত্ব আইন, সিএএ, এবং এনআরসির বিরুদ্ধে উদার সহিষ্ণু ভারতের কোটি কোটি মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে, সংবিধানকে সামনে রেখে সভা-সমাবেশে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বিভেদকামী সরকারের পতন সুনিশ্চিত করতে জনতার এই একতা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতানেত্রীদের অনেক স্বপ্ন ছিল ৪০০ পার করার তা দেশের সচেতন মানুষ রুখে দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল। মহম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, হিন্দু আর মুসলমান দুটি পৃথক জাতি, তাই দুটি আলাদা দেশ হওয়া দরকার। হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকারও একই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ভারতের সংবিধান প্রণেতারা জিন্নাহ বা সাভারকারের পথ নেননি। তাঁরা ভারতবাসীকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর সেই সংবিধানকে অস্বীকার করে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে বাবাসাহেব আম্বেদকর পর্যন্ত সবার সেক্যুলার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্যা-এর নামে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের সরকার। সংখ্যার জোরে নয়া নাগরিকত্ব আইন সিএএ পাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু বিভাজনের রাজনীতির ঘৃণ্য পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিজেপি সরকার কতটা সফল হবে তা কিন্তু সময় বলবে। কারণ, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে রক্ষা করতে দেশবাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমরা সবাই জানি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভার নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন এবং দেশ বিভাজনের মূলেও ছিলেন তাঁরাই। আজ তাঁদের উত্তরসূরিরা আমাদের দেশপ্রেম শেখাচ্ছেন! এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কী হতে পারে!! যারা বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে তারা দেশের সাধারণ মানুষের কখনও কল্যাণ করতে পারে না। চিটিংবাজ ব্যবসায়ীরা দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পালিয়েছে। আর তাদেরকে ধরে আনতে বিজেপির সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কালো টাকা ফেরত আনতে পারেনি নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সাধারণ মানুষের একাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী এই প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারেন নি। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ফলে প্রতিদিন কত সাধারণ মানুষ নিঃশব্দে শেষ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। নোটবন্দি থেকে জিএসটির মতো অবিমৃষ্যকারী পদক্ষেপে সারা দেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংসের শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, কোন বক্তব্য নেই। ধর্মের বড়ি খাইয়ে গোটা দেশকে আজ ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তিনি।

দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চরমভাবে ব্যর্থ নরেন্দ্র মোদী সরকার । বিগত ৫০ বছরের পরিসংখ্যানে বেকারত্ব সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষ দিন দিন দিশেহারা বোধ করছেন। সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে উপযুক্ত রোজগারের সুযোগ সুবিধা থেকে অসংখ্য মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। এসবের প্রতিকারে নরেন্দ্র মোদীর সরকার নিশ্চুপ।

দেশের নাগরিকদের হাজার সমস্যার সমাধান করতে না পেরে, অন্য দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে, গোটা বিশ্বের মানুষের সামনে সংবিধান বিরোধী নতুন নাগরিকত্ব আইন, ধর্মের নামে হিংসা ছড়ানো ও কৃষি বিল হাজির করে নরেন্দ্র মোদী সরকার কি বার্তা দিতে চাইছে তা বুঝতে হবে। বিভেদমূলক শক্তিকে রুখতেই হবে। মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার চোখে দেখে মেরুকরণের রাজনৈতিক ফয়দা তোলা যাবে না ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যোগ্য জবাব দিয়েছেন। মানবিক চিন্তাচর্চায় যথার্থ আগ্রহী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মেধাজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তক, সর্বোপরি আম-জনতার সচেতন অংশটি গেরুয়া শাসনের প্রশাসনিক বদমায়েশি সম্পর্কে নিরন্তর প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ থেকে উদ্ভূত প্রতিনিধিস্থানীয় সমাজ-বেত্তা, প্রাবন্ধিকগণ তাঁদের ভাবনাচিন্তাকে তুলে ধরেছেন

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা ২২ জুলাই, ২০২৪ সোমবার ০৬ শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

২১ জুলাই শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, বঙ্গ-রাজনীতিতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন

২১ জুলাই শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, বঙ্গ-রাজনীতিতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। যেমন ৩১ আগস্ট। ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিল যুব কংগ্রেস। তিনি তখন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী।তাই বলে তৃণমূল নেত্রী কি পুরোপুরি বিপন্মুক্ত? সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যেই আছে বিপদের গন্ধ। লোকসভার ভোটে বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে যে ভোটার বাম-কংগ্রেসকে ভরসা না করে তৃণমূলকে জিতিয়ে দিয়েছে, বিধানসভা ভোটে তাঁরাই একই যুক্তিতে জোড়াফুলের বিরোধিতায় পদ্মের দিকে ঝুঁকবে না, কে বলতে পারে! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে সচেতন।অদম্য সাহসী আন্দোলনকারীরা সব বাধা উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা করলে, পুলিশ গুলি চালায়। ৩১ বছর আগে ধর্মতলা এবং রাইটার্স বিল্ডিংয়ের চারপাশে সেই পরিস্থিতিই তৈরি হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে যুব কংগ্রেসের রাইটার্স অভিযানের দিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও পুলিশের লাঠির বাড়ি আর টিয়ার গ্যাসের মুখে আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

৬৫ বছর আগে, ১৯৫৯-এর ৩১ গস্ট ওই ধর্মতলা চত্বরেই কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন ভাতের দাবিতে। রাজ্যে তখন তীব্র খাদ্য সংকট। বুভুক্ষু সেই মানুষেরাও সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানের জন্য জড়ো হয়েছিলেন। বামপন্থীদের ডাকে শহিদ মিনার ময়দানের সেই জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যে লাঠির আঘাত আর পদপিষ্ট হয়ে ৮০ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি, পুলিশ বহু লাশ পাচার করে দিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় গণ-আন্দোলনের তালিকা দীর্ঘ। ছোট-বড় সব বাম দলই একটা সময় মাঠে-ময়দানে মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলনে ব্যস্ত থাকত। শিক্ষক-সরকারি কর্মচারীদের দাবিদাওয়া, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন তার অন্যতম। সে গণ আন্দোলন জ্যোতি বসুকে বিরোধী শিবিরের মুখ করে তুলেছিল। আবার এসইউসিআই-এর মতো ছোট দলটি বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনে মাঠে-ময়দানেই কাটিয়েছে। নয়ের দশকের মাঝামাঝি ধর্মতলাতেই এক আইন অমান্য আন্দোলনে ওই দলের কর্মী মাধাই হালদার পুলিশের গুলিতে মারা যান। ঘটনাচক্রে দিনটি ছিল ৩১ অগস্ট, অর্থাৎ খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করার দিন।১৯৫৯-এ বামপন্থীদের খাদ্য আন্দোলন আর তার ৩৪ বছর পরে ১৯৯৩-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিংয় অভিযানের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার কারণ, এই দুই আন্দোলনের সূত্রে বাংলার রাজনীতির অভিমুখ অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। মাঝে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের ডাক রাজনীতিকে উত্তাল ও অশান্ত করে তুললেও তা স্থায়ী হয়নি। সেই রাজনীতি দমনে পুলিশি নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন সীমা ছাড়ায়। নকশালপন্থীদের খুনের রাজনীতিকেও মানুষ প্রত্যাখ্যান করে।

খাদ্য আন্দোলনের পথ ধরে জনস্বার্থবাহী ইস্যুতে বাম দলগুলির লাগাতার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেয়। ওই আন্দোলনের দশক পেরোনোর আগেই কংগ্রেস বাংলায় ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯৬৭ ও ৬৯, দু-দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাণ্ডারী ছিল সিপিএম। ১৯৭৭ সালে সেই সিপিএম সরকারের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পিছনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বহু সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপের ইতিবাচক প্রভাব ছিল। জুলাই নিয়ে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, '২১ জুলাই বাংলার ইতিহাসে রক্তঝরা এক দিন। অত্যাচারী সিপিআইএম-এর নির্দেশে সেদিন চলে গিয়েছিল তরতাজা ১৩টি প্রাণ। আমি হারিয়েছিলাম আমার ১৩ জন সহযোদ্ধাকে। তাই ২১ জুলাই আমার কাছে, আমাদের কাছে একটা আবেগ।'

আজকের তৃণমূল নেত্রী, যেদিনের যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযানের সময় ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের বয়স ছিল ১৬। পরপর তিনটি বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। তবে তা বিধানসভার আসনের নিরিখে। ভোটের অঙ্কে সিপিএমের সঙ্গে বিরোধী কংগ্রেসের তেমন একটা ফারাক ছিল না। অর্থাৎ বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও গনিখান চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমেন মিত্ররা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২১ জুলাইয়ের মতো কোনও গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। পারেননি জন-আন্দোলনের মুখ হতে। এখানেই দলের পুরুষ নেতৃত্বকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান মমতা। ২১ জুলাইয়ের অভিযানের মাস আটেক আগে যুব কংগ্রেসের ডাকে মমতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের কূল ছাপানো সভা (১৯৯২-এর ২৫ নভেম্বর) থেকেও ইঙ্গিত মিলেছিল রাজ্যের বিরোধী শিবিরের মানুষ ওই ছাপোষা তরুণীকেই নেতৃত্বের সামনের সারিতে দেখতে চাইছেন। 'বামফ্রন্টের মৃত্যুঘণ্টা বাজানো'র সেই সমাবেশের ভিড়ে বিচলিত সিপিএম কালক্ষেপ না করে চারদিনের মাথায় একই ময়দানে ভিড়ের রেকর্ড করে জানান দিয়েছিল, তাদের টলানো কঠিন। বাম কর্মী-সমর্থকদের মুখে স্লোগান শোনা গিয়েছিল 'আয় দেখে যা মমতা, বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা', 'আয় দেখে যা মমতা, জ্যোতি বসুর ক্ষমতা' ইত্যাদি।

জ্যোতিবাবুদের কথায় স্পষ্ট ছিল, তাঁরা তখনই বুঝেছিলেন, কংগ্রেসের পুরুষ নেতৃত্ব নয়, আগামী দিনে তাঁদের মোকাবিলা করতে হবে ওই তরুণীকে। প্রবীণ সাংবাদিকদের অনেকের মুখেই যেমন শুনেছি, জ্যোতি বসু যে একদিন রাইটার্সে তাঁর উত্তরসূরি হবেন, প্রথম তা অনুধাবন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের পতন ঘটিয়ে রাজ্যের কুর্শি দখল করেন। মমতা নিজের দল গঠনের দু'বছরের মাথায় জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রিত্বের ব্যাটন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ফলে ভোটের ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে মমতার মোকাবিলা হয়নি। হলে ফলাফল কী হত, বলা কঠিন।

তবে একথা খেলায় রাখা দরকার, জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে যাওয়ার আগের দু'বছরে লোকসভার দুটি অন্তর্বর্তী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য তৈরি তৃণমূল অবাক করা ফল করে। সেই দুই নির্বাচনে সদ্য জন্ম নেওয়া তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করলেও, ততদিনে রাজ্যে মমতার নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মাঠে-ময়দানে তাঁর সভায় গরিব মানুষের কূল ছাপানো ভিড়ের ছবিতেই স্পষ্ট ছিল, বামফ্রন্ট সরকার ঠিক পথে হাঁটছে না। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ১৩ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে ক্রমে সরে গিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন অবশ্য গুরুতর অসুস্থ। তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেই রাজ্য-রাজ্যনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা হারান প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়েরা, ছাত্র-যুব আন্দোলনের সময় থেকে যাঁদের ভবিষ্যতের নেতা মনে করা হত। দিল্লিতে কংগ্রেসের ক্ষমতার করিডরে যাঁদের গতিবিধি ছিল অবাধ। তিনজনই ইন্দিরা, রাজীব, সনিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন, অজিত পাঁজারা দিল্লির সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন।প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা পূর্ণ না হলেও দেশের রাষ্ট্রপতি হন প্রণব। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, অজিত পাঁজারা অকালে চলে না গেলে হয়তো দিল্লিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলাতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সে যোগ্যতা ছিল, হলে হয়তো রাজ্যের মঙ্গলই হত। কিন্তু তাঁরও সেই জায়গায় পৌঁছোনোর মতো নেতৃত্বের জোর ছিল না। রাজ্য-রাজনীতির ভবিষ্যৎ কী লেখা আছে, বলা মুশকিল। তবে দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদারেরাও তৃণমূল নেত্রীকে জব্দ করতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছে মোদী-শাহ জুটির তিনবারের চেষ্টাও।বাকিরা যখন ব্যর্থ, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করে সফল? পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতিতে তিনি কীভাবে ভেসে আছেন? কারও সম্পর্কেই এমন প্রশ্নের জবাব অল্পকথায় লিপিবদ্ধ করা কঠিন। সংক্ষেপে বলা চলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা গুণাবলির একটি হল, ১৩ বছর ক্ষমতার কুর্শিতে বসার পরেও তিনি যতটা না মুখ্যমন্ত্রী, তার চেয়ে ঢের বেশি বিরোধী নেত্রী। কথাবার্তা, চালচলন, মেলামেশায় এখনও তিরিশ বছর আগের মেজাজ ধরা পরে, এমনকী তাঁর প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতেও। সেই তিনি দলের সভা থেকে আজও যখন সাধারণ কর্মীর মতো স্লোগান দেন, 'সামনে কারা তৃণমূল', 'ডাইনে কারা তৃণমূল', 'বাঁয়ে কারা তৃণমূল', 'আসছে কারা তৃণমূল', তখন মনে হয় না, সেই ২০১১ থেকে তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর সরকারের সময়ে প্রশাসনের চুরি-দুর্নীতি মাত্রা ছাড়িয়েছে। মুদ্রার অন্য পিঠে আছে গরিব মানুষের জন্য তাঁর সরকারের কল্যাণ কর্মসূচি। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গ-রাজনীতিতে অগ্নিকন্যা হিসাবে নির্মাণ পর্বে যে গরিব মানুষ তাঁর পিছু নিত, আপদে-বিপদে পড়তে 'মমতা ব্যানার্জীকে বলে দেব', 'দিদিকে খবর দে' বলে চিৎকার জুড়ে দিত, সেই মানুষ এখনও তাঁর রাজনীতির প্রহরী। আর সচেতনভাবেই তিনি ২১ জুলাইয়ের মতো পুলিশের গুলি চালনার পুনরাবৃত্তি এই ১৩ বছরে হতে দেননি, যে ঘটনা তাঁর ১৩ সমকর্মীকে কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর পুলিশ বিশিষ্টজনের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় শূন্যে গুলি চালিয়েছে বেশি। সেটা পুলিশের কৃতিত্ব, নাকি বিরোধীদের ব্যর্থতা যে তাঁরা ২১ জুলাইয়ের মতো প্রতিবাদ সংঘঠিত করতে পারেননি, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু সুঁদরী গাছ হয় কেবল সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগে, যা পড়েছে বাংলাদেশের মধ্যে,কিন্তু সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, সে অংশে প্রধান গাছ হলো গরান। ওই অংশে সুঁদরী গাছ ছিল না ,কিন্তু তবুও ওই অংশকে বলা হয়েছে সুন্দরবন। যদিও বলা উচিত ছিল, গরান বন (Ceriops roxburghiana, Aran), কিন্তু তা বলা হয়নি। অনেকে বলেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে সমুদ্র-বন থেকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের দিনেও মানুষ সেবায় শ্রেষ্ঠতা তিনি মাদার টেরিজা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

কোন জায়গায় তাদের অর্থ বা শক্তির জন্য পিছিয়ে না পড়ে এটি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে আমাদের মত তার স্বপ্ন এতটা ফিকে ছিলোনা। তার স্বপ্নের গন্ডি ছিলো পুরো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার। মাদার তেরেসার বাবা আলবেনিয়ার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কিশোরী তেরেসা কখনোই তার বাবার পেশা দ্বারা প্রভাবিত হননি। ১৯১১ সালে তেরেসার বয়স যখন মাত্র আট বছর, তখন তার বাবা দূর্ভাগ্যবশত মারা যান। তার বাবার মৃত্যুর পর তার মা তেরেসাকে ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। এবং এর আদর্শে লালন পালন শুরু করেন। তিনি এতে এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তার চার বছর পরেই মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ধর্মীয়ভাবে সন্নাসী হয়ে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। তবে তিনি শুধু ক্যাথলিক বা খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে কাজ করেন নি। তার উদ্দেশ্য ছিলো মানবসেবা। এখানে তিনি কোন ধর্মকেই ভেদাভেদ করেননি। আর তাই আজও পুরো পৃথিবীর যে কোন ধর্মের মানুষই তার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করে। তবেই তিনি ১৯২৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে পৃথিবীর পথে পা বাড়ান এগনেস, নিজেকে উৎসর্গ করেন রুগ্ন-ক্লিষ্ট মানবতার সেবার জন্য। তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় একটি মিশনারী পরিচালিত স্কুলে, পরে শিক্ষাগ্রহণ করেন রাষ্ট্রচালিত একটি মাধ্যমিক স্কুলে। বালিকা এগনেস গান গাইতেন একা, কখনোবা দলবদ্ধ হয়ে, তাঁর কণ্ঠের মাধুর্য নতুন মাত্রা দিতো ধর্মীয় গানগুলোকে। বারো বছর বয়সে এক তীর্থযাত্রায় অংশ নেন এগনেস, যা তার মনকে সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক পবিত্রতার দিকে চালিত করে।সেই কারনে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে ঘর ও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মানবিক মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখালেখির সুবাদে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ছিল ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন।

সংখ্যাগুরু সমাজের একটি অংশ, যারা আজও উটপাখির মতো মরুবালিতে মুখ গুঁজে উপেক্ষিত অংশের জাগরণকে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত, তাদের বোধোদয় হবে এমন প্রত্যাশা করা যায়। ভারতের ঐতিহ্যের, পরম্পরার এবং সংহতির ঘোর বিরোধী গেরুয়া শাসনের অবসান ঘটাতে এগিয়ে এসেছেন সচেতন পশ্চিমবাংলার নাগরিকগণ। সীমাহীন রাজকীয় ক্ষমতানির্ভর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, ঘাড়ে-গর্দানে এক-হয়ে-যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের রাজাবাবুরা এতদিন যে সংখ্যালঘু ও দলিত সম্প্রদায়ের উপস্থিতিকেই স্বীকার করত না, আজ তারাই বেমক্কা নির্লজ্জভাবে ছুটে গিয়েছেন প্রান্তিকের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইতে।

ইতিহাস বলে, বিজেপ্পির মূল চালিকা শক্তি আরএসএস ও তার তৎকালীন দোসর হিন্দু মহাসভা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। বরং ইংরেজদের পক্ষেই ছিল তারা। শুধু তাই নয়, দেশভাগের মূলে প্রকৃতপক্ষে ওই দুই সংগঠনের নেতাদের ভূমিকাই ছিল আসল। অথচ, সেই আরএসএস-জাত বিজেপ্পির অধুনা নেতারা দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে কী না করছেন! বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ'র শাসনে ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তীব্র বেকারত্ব ও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির জোড়া ধাক্কায় দেশবাসীর নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে। সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রায় কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করতে পারছেন না মোদি ও তাঁর দোসররা। কৃষি বিল নিয়ে আন্দোলন চলছে আজ-ও কৃষি বিল বাতিল করতে এগিয়ে আসছে না বিজেপির জোট এনডিএ সরকার। এই ব্যর্থতা থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতে ধর্মকে হাতিয়ার করছেন গেরুয়া নেতারা। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীকে বিভক্ত করে নিজেদের আসন নির্বিঘ্ন রাখতে মরিয়া তাঁরা। সেই পরিকল্পনার আরও একটি অংশ হল বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেওয়া। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের স্বপ্নে বিভোর তাঁরা। ওই স্বপ্ন সফল করতে তারা হাত বাড়িয়েছিল বাংলার দিকে। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দখল নিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। বাংলার মানুষের রায়ে বিজেপি বড় চোট পেয়েছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার সুনিশ্চিত হয়েছে বিজেপির ৬টা জেতা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় এসেছে। বাংলার যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সবার প্রিয় দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রতি মানুষ আস্থা রেখেছেন এবং বাংলা থেকে বিজেপির পতন শুরু হয়েছে। আগামীতে বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পতন সুনিশ্চিত করবে বিরোধী শক্তি। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার সুনিশ্চিত করতে আরও বিনয়ী হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে জেতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদেরকে। জোটবদ্ধভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে জয় সুনিশ্চিত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এখন ভরসা। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে একটার পর একটা বিল এনেছে কেন্দ্র সরকার। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পতন সুনিশ্চিত করতে বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী প্রধান মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকালের মুখে একটাই আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এখন দেশ বাঁচাতে দিল্লি দাপাবেন হাওয়াই চটি। বাংলার মানুষ ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পতন সুনিশ্চিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলাই পারে মোদী জামানার অবসান ঘটাতে। গেরুয়া শিবিরের নানান অন্যায় আগ্রাসনকে রুখে দিতে বাংলার বহু সচেতন ব্যক্তিত্ব জোরদার লড়াই করছেন। লড়েছেন বহু সাধারণ মানুষও। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে তাঁদের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাই। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব ওই সব অগ্রণী অংশের ভাবনাকে প্রণাম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় দেড়শো কোটি ভারতীয়দের অনন্যতা রক্ষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। দেশের মানুষের কল্যাণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এটাই আশার আলো।

গণতন্ত্র ও সংবিধান আজ বহু বিভেদকামী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচাতে দেশের সাধারণ নাগরিকদের আরও সচেতন হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, বিভেদকামী শক্তির অবসান সুনিশ্চিত করতে একটাও ভোট দেবেন না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টকারী দলকে। দেশ বাঁচতে এগিয়ে আসছে সাধারণ মানুষ। অনেক বছর পেরিয়ে গেল, দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজও আমরা সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে পারিনি। দেশ জুড়ে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, সম্প্রীতির বন্ধন অগ্রাহ্য করে বেড়ে চলেছে হানাহানি। আমাদের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর তোলার অশুভ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তা ব্যর্থ করতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। নইলে যতই আমরা মুখে সম্প্রীতির বার্তা শোনাই না কেন, সব আয়োজন গঙ্গার ভাঙনের মতো তলিয়ে যাবে। আমরা ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিতে চাই। প্রকৃত ধর্মবোধে যারা বলীয়ান তাঁদের স্বাগত জানিয়ে সকলে মিলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চাই।

আমরা বঞ্চনা চাই না। যে বঞ্চিত, সে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান হোক আর মুসলমান হোক, সে-ই আমাদের দুঃখের সমভাগী। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দলিত ও সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে। "লাভ জেহাদ" ও "গো রক্ষা"-র নামে অসহায় সাধারণ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, যা চোখে দেখা যায় না। এই সব দৃশ্য প্রকৃত ভারতবাসীদের চোখে জল আনছে। অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে স্বদেশে চরমভাবে হেনস্তা হতে হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের। ক্লান্ত শ্রমিকরা রেললাইনে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাও মোদী সরকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হতাশাজনকভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিভেদকামী শক্তি জাতিবিদ্বেষ ছড়িয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা পোষণ করছে তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। বিভেদকামী নীতির অশুভ প্রয়াস বন্ধ করতেই হবে। মুসলমানদের শত্রু বানানোর প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে জনগণের মধ্যে একতা থাকা জরুরি। হিন্দু সম্প্রদায়ের উদার মানুষজন কিন্তু সর্বদা ভারতের কল্যাণে এবং সংবিধান রক্ষা করতে মুসলমানদের আগলে রেখেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনেও ভারতকে সঠিক পথ দেখাবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ভারতের শুভবুদ্ধির নাগরিকরা এগিয়ে আসছেন। জাতীয় বিপর্যের মধ্যেও হতাশ হওয়ার কোনও কারণ দেখছি না। ভারত আকাশে একদিন মুক্তির সূর্য উঠবেই বিভেদকামী রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিহত করতে। সেই মুক্তি সূর্য আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশ পরিচালক হিসাবে দেখতে হলে বিজেপির পতন সুনিশ্চিত করতেই হবে দেশবাসীকে।

সিনেমার খবর

cinema TV

'অনুমানপ্রিয়' মানুষদের ফের হতাশ করেলেন ভিকি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিয়ের পর বলিউডি নায়িকাদের পোশাক এবং হাঁটাচলার ধরন দেখেই তাদের অনুরাগীরা ধরে নেন কোন নায়িকা মা হতে চলেছেন। ভক্ত-অনুরাগীদের এই ধরনের নজরে ফের ধরা পড়েছেন হিন্দি সিনেমার নায়িকা ক্যাটরিনা কাইফ। কিন্তু তার স্বামী অভিনেতা ভিকি কৌশল ফের হতাশ করেছেন সেই সব 'অনুমানপ্রিয়' মানুষদের।

সম্প্রতি শেষ হওয়া মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়েতে নিমন্ত্রিত ক্যাটরিনা-ভিকির ছবি ভাইরাল হলে এই নায়িকার মা হওয়ার গুঞ্জন নতুন করে জোরালো হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে অভিনেত্রীর পরনে ছিল লাল রঙের শাড়ি, মেকআপ নিয়েছিলেন নামমাত্র। কিন্তু ক্যাটরিনার চলন ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে কিছু মানুষের মতামত হল, অভিনেত্রী হয়ত অন্তঃসত্ত্বা।

ভিকিকে এ নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তার আগামী সিনেমা 'ব্যাড নিউজ'র প্রচারে গিয়ে। এক সংবাদ সম্মেলনে অভিনেতাকে সামনে পেয়ে 'সুখবর' জানতে চান সাংবাদিকরা। ভিকি বলেন, "এখন আমি নিজের সিনেমার প্রচার নিয়ে ব্যস্ত, এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে হচ্ছে। ক্যাটরিনা তার নিজের কাজে ব্যস্ত। বিদেশে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয় তাকে। আমরা একান্ত সময় খুব কমই পাচ্ছি। আপাতত যে সুখবরের কথা বলছেন সেটা একেবারেই সত্যি নয়। তেমন কিছু হলে আমরা নিজেরাই জানাব।"

কিছু দিন আগে বিদেশ সফর শেষে মুম্বাই ফিরেছেন ক্যাটরিনা। বিমানবন্দরেও তাকে ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা গেছে। সিনেমা সংশ্লিষ্ট তেমন কোনো অনুষ্ঠানে ক্যাটরিনার দেখা মেলে কম। সোশাল মিডিয়াতেও নেই ক্যাটরিনার নতুন কোনো ছবি।

রাজস্থানে সাতশ বছরের পুরনো এক রাজপ্রাসাদে জমকালো আয়োজনে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বিয়ে করেন ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশল। সর্বশেষ 'যশরাজ ফিল্মসের' প্রযোজনায় 'টাইগার থ্রি' সিনেমায় পর্দায় আসেন ক্যাটরিনা। অ্যাকশন ধাঁচের ওই সিনেমায় তার নায়ক ছিলেন সালমান খান। আর ভিকির সবশেষ সিনেমা ছিল 'স্যাম বাহাদুর'। মেঘনা গুলজারের পরিচালনায় 'স্যাম বাহাদুরে' ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ভিকি।

হঠাৎ বিপাকে অক্ষয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আম্বানি পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অক্ষয় কুমার। তাদের বাড়ির যেকোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায় তাকে। অনন্ত আম্বানি প্রাক- বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রায় মধ্যরাত অবধি নাচানাচি করেন। কিন্তু ১২ জুলাই অনন্ত-রাধিকার বিয়ের দিনই হাজির থাকতে পারেননি অভিনেতা। কারণ, শুক্রবার সকালেই খবর পাওয়া যায় অক্ষয় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই নিভৃতবাসে চলে যান। কিন্তু দিন দুয়েক বাদেই অনন্ত-রাধিকার রিসেপশন অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক দেখা গেল অক্ষয়কে। এমন দৃশ্য দেখে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি নেটিজেনরা।

আগের দু'দিনের অনুষ্ঠানের হাজির হতে না পারলেও শেষ দিনের অনুষ্ঠানে মুখ দেখাবেন না, তা কি হয়! একেবারে শেষবেলায় পৌঁছালেন অক্ষয়। সেই ভিডিও এই মুহূর্তে ভাইরাল। করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানাজানি হওয়ার মাত্র তিন দিনের মধ্যে বিয়েবাড়িতে অভিনেতাকে দেখে কেউ লিখেছেন, 'এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেলেন!' কেউ লিখেছেন, 'এ কি মাস্ক ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছেন কোভিড আক্রান্ত হয়ে!' আর একজন লেখেন, 'আদৌ ওর করোনা হয়েছিল তো?'

তবে অক্ষয় যে করোনা আক্রান্ত, সেই বিষয়ে অভিনেতার পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তাই সত্যি কি অসুস্থ ছিলেন বলেই বিয়েবাড়িতে আসেননি 'খিলাড়ি', সেই বিষয়ে ধন্দ রয়েই গেল নেটপাড়ার একাংশের।

অবশেষে বিয়ে করলেন সোহিনী-শোভন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন টালিউডের জনপ্রিয় তারকা জুটি সোহিনী সরকার ও শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার (১৫ জুলাই) চার হাত এক হল টলিপাড়ার চর্চিত এই যুগলের। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক রাজবাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আইনি মতে বিয়ে সারলেন শোভন-সোহিনী।

বিয়ের ছবি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, 'দেখা হওয়ার এক বছরে একই সাথে একই ঘরে।'

বিয়েতে সোহিনী পরেছিলেন পেয়াঁজ রঙের বেনারসি এবং সাদা ব্লাউজ। সঙ্গে গয়না হিসেবে গলায় ছিলো সোনালি চোকার ও তিন থাক হার এবং কানে ঝুমকো। এছাড়া বাদ যায়নি তার পছন্দের নোলক ও টিকলি। এদিন অভিনেত্রী খোঁপা সাজিয়েছিলেন জুঁই ফুলের মালায়। অন্য দিকে শোভনের পরনে ছিল সাদা সিল্কের কাজ করা ধুতি ও পাঞ্জাবি।

ছবিতে তাদের দুজনের গলায় বেল ফুলের মালা দেখা যায়। আইনি বিয়ে সেরে এদিন অভিনেত্রীর সিঁথি রাঙিয়ে দেন শোভন। একটি ফার্ম হাউজে এদিন তাদের বিবাহ বাসর বসেছিল। সেখানেই তাদের কখনো পুকুর পাড়ে কখনো সিঁদুরদানের পর নানা পোজে ছবি তুলতে দেখা গেছে। একটি ছবিতে সোহিনীকে সিঁদুর পরিয়ে তার গালে চুমু খেতে দেখা যাচ্ছে শোভনকে।

আগেই জানা গেছিল, বিয়েতে সাবেক সাজেই ধরা দেবেন সোহিনী। গয়না শাড়ি সব কিছুই ঠিক করাই ছিল আগে থেকে।

গত বছর থেকে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে সোহিনী সরকারের বিচ্ছেদের খবর রটে যাওয়ার পর থেকেই কানাঘুষোয় শোনা যেতে থাকে তিনি এবং শোভন নাকি সম্পর্কে আছেন। তাদের একাধিক ঘরোয়া পার্টিতেও একসঙ্গে দেখা যায়। এমনকি একই সঙ্গে একই জায়গায় ঘুরতে গিয়ে আলাদা আলাদা ছবি পোস্ট করেন তারা, যা দেখে সহজেই দুইয়ে দুইয়ে চার করেন তাদের অনুরাগীরা। এরপর এই বছরের শুরু থেকেই শোনা যাচ্ছিল জুলাই মাসে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন তারা। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সোহিনী অভিনিত ছবি 'অথৈ'। তখন আনন্দবাজার অনলাইনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তার সহ-অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, অথৈ হিট হলে হয়তো বিয়ে করতে পারেন সোহিনী। অবশেষে সেই কথাই সত্যি হল।

বক্স অফিসে এগিয়ে রাকুলের সিনেমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এস শঙ্কর নির্মিত আলোচিত সিনেমা 'ইন্ডিয়ান টু'। তামিল ভাষার এ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন কমল হাসান, সিদ্ধার্থ, কাজল আগরওয়াল, রাকুল প্রীত সিং। শুক্রবার (১২ জুলাই) বিশ্বের ১ হাজার ৬০০ পর্দায় মুক্তি পেয়েছে এটি।

চলতি বছরে বেশ কিছু তামিল সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির প্রথম দিনে সবচেয়ে বেশি আয় করা তামিল সিনেমার তালিকায় 'ইন্ডিয়ান টু' (৫৫ কোটি রুপি) সিনেমার অবস্থান সবার শীর্ষে।

এরপরের দুই স্থানে রয়েছে 'ক্যাপ্টেন মিলার' (১৬.২ কোটি রুপি) ও 'লাল সালাম' (৮ কোটি রুপি)। মুক্তির পর বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলেছে 'ইন্ডিয়ান টু'। মুক্তির প্রথম দিনে বিশ্বব্যাপী 'ইন্ডিয়ান টু' আয় করেছে ৫৫ কোটি রুপি, দ্বিতীয় দিনে ৩০ কোটি রুপি, তৃতীয় দিনে ২৫ কোটি রুপি।

মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১১০ কোটি রুপি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫৪ কোটি ৬৬ লাখ টাকার বেশি। ১৯৯৬ সালে এস শঙ্কর নির্মাণ করেন 'ইন্ডিয়ান' সিনেমা। এতেও অভিনয় করেন কমল হাসান।

সিনেমাটি তিন বিভাগে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছিল। দীর্ঘ ২৮ বছর পর নির্মিত হলো সিনেমাটির দ্বিতীয় পার্ট। ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের 'ইন্ডিয়ান টু' সিনেমায় আরো অভিনয় করেছেন সুরিয়া, ববি সিম্বা, বিবেক, প্রিয়া ভবানি শঙ্কর, কালিদাস জয়রাম, মনোবালা, গুলশান গ্রোভার প্রমুখ।

ডন শাহরুখের সঙ্গে ভিলেন অভিষেক বচ্চন

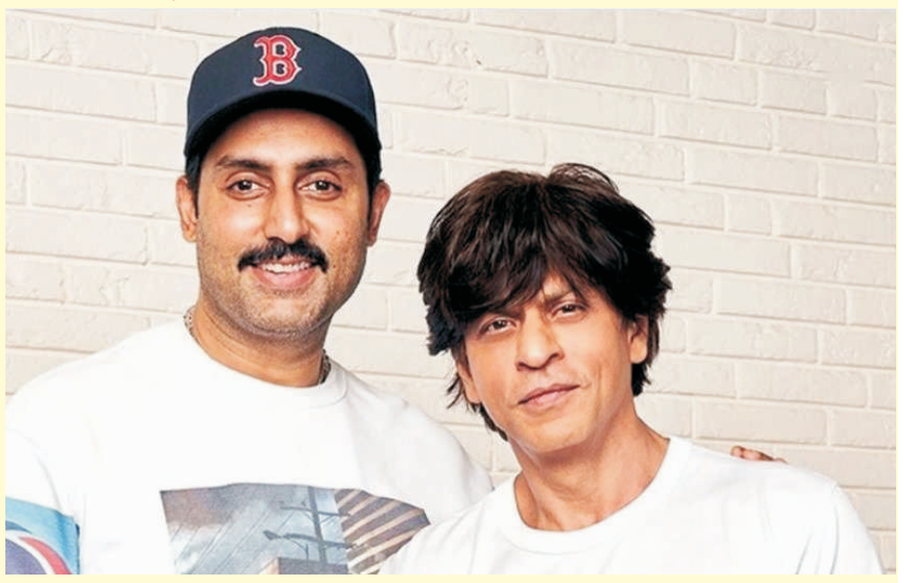

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খান, রোমান্টিক সিনেমার কিং হিসেবে সিনেমা জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য তার। তার সঙ্গে একই ফ্রেমে অভিনয় করে গর্বিত হন শিল্পীরা। 'কাভি আলভিদা না ক্যাহনা' ও 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' এর মতো জনপ্রিয় সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন বলিউডের আরেক অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। সে নিয়ে তিনিও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সময়।

এবার আবারো এই দুই তারকাকে একইসঙ্গে দেখা যাবে সিনেমায়। তবে অভিষেক এবার শাহরুখের প্রতিপক্ষ ভিলেন। ছবিতে ডন শাহরুখকে আর বচ্চনপুত্র হবেন তার প্রতিপক্ষ। এই ছবিটিতে শাহরুখ কন্যা সুহানা খানকেও দেখা যাবে। ইতোমধ্যে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে পরিচালক সুজয় ঘোষের নতুন ছবি 'কিং'। আর এ ছবিতে একসঙ্গে হবে ডন শাহরুখ এবং তার ভিলেন অভিষেক।

সম্প্রতি শাহরুখ তার এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গেছে, সিনেম্যাটোগ্রাফার সন্তোষ শিবনের কান পুরস্কার নিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। আর সেই ভিডিওতেই নায়কের পাশের টেবিলে দেখা গেছে 'কিং' খানের চিত্রনাট্য! সেখান থেকেই অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। নেটিজেনরা মনে করছেন, পাঠান, জওয়ান ছবির পর ফের ব্লকবাস্টার দিতে তৈরি শাহরুখ। ভারতীয় গণমাধ্যমের দাবি, বলিউডে মেয়ে সুহানার মাটি শক্ত করার জন্য নাকি ২০০ কোটি টাকা খরচ করে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছেন বলিউড বাদশা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনে আইসিসির লোকসান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৯ জুন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে মারকাটারি আসর। নবম আসরটির গ্রুপ পর্বের কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল মার্কিন মুলুকে। বাকি সব ম্যাচ হয়েছে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর আয়-ব্যয়ের হিসাবে লোকসানের মুখে পড়েছে আইসিসি। এখনও বিশ্বকাপের আয়-ব্যয়ের হিসাব চূড়ান্ত হয়নি। তবে আইসিসির হাতে যে খসড়া এসেছে, তাতে শুধু খরচই বেশি হয়নি। লাভের বদলে ক্ষতি বেশি হয়েছে আইসিসির। বাজেটের চেয়ে বেশি কেন খরচ হলো, তা খতিয়ে দেখবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। আগামী ১৯ থেকে ২২ জুলাই শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় আইসিসির গভর্নিং কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন এসব নিয়ে আলোচনা হবে।

এর আগে আর্থিক কেলেঙ্কারি ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগে আইসিসির বিপণন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ক্লেয়ার ফারলং ও ভেন্যু পরিদর্শক দলের সদস্য ও আয়োজক কমিটির প্রধান ক্রিস টেটলি পদত্যাগ করেছেন। তারা দুজনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন। অবশ্য প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই বিশ্বকাপের আমেরিকা পর্বে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। অবশ্য ফারলং ও টেটলি আইসিসির বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তার দাবি, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র পর্ব চলাকালীন খরচের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ছিল না। আইসিসি আশা করেছিল টিকিটের দাম বাড়িয়ে 'অযাচিত ব্যয়' পুষিয়ে নেবে। কিন্তু একাধিক ম্যাচে মাঠে দর্শক সমাগম কম হওয়ায় মোটা অঙ্কের ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া ক্রিস টেটলির বিরুদ্ধেও স্বজনপ্রীতির গুরুতর অভিযোগ এনেছেন ওই কর্মকর্তা।

আইসিসির এক কর্মকর্তা বলছেন, 'বোর্ডের অনেক সদস্যই টেটলির কাজে খুশি নন। টেটলি ইস্তফা দিলেও বিশ্বকাপের আমেরিকা পর্বের ক্ষতির দায় তিনি এড়াতে পারেন না। আমেরিকার আরও কিছু শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করা যেত। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক টেটলি নিউইয়র্কের বাইরে ম্যাচ আয়োজন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এমনকি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো যে পিচে হয়েছে, তাতে প্রতিযোগিতা শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনেরও ব্যবস্থা করেননি।'

এদিকে ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ আইসিসির বরাতে জানিয়েছিল, ফারলং ও টেটলি কয়েক মাস আগেই পদত্যাগ করেছেন। এরপরও তারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে গেছেন যেন নতুন কেউ এই দুই পদে যোগ দেওয়ার পর সবকিছু বুঝে উঠতে কিছুটা সময় পান এবং আইসিসির দৈনন্দিন কাজে যেন ব্যাঘাত না ঘটে। এসব কিছু নিয়েই আলোচনা হবে ১৯ জুলাইয়ের বৈঠকে। আইসিসি কর্তাদের একাংশ মনে করছেন, টেটলির জন্য আমেরিকায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সে দেশের বাসিন্দাদের সামনে ক্রিকেটকে আরও বেশি করে তুলে ধরা যেত। সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের ড্রপ ইন পিচ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। এ মাঠে অনুষ্ঠিত আট ম্যাচের সবকটি ছিল 'লো স্কোরিং'। অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এসে সেখানে বসানো পিচগুলো ব্যাটসম্যানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অর্থ অপচয়ের ব্যাপার তো আছেই।

ইউরোর সেরা একাদশে স্পেনের ৬

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরো ২০২৪'-এর সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা)। এবারের ইউরোতে ২৪টি দল অংশ নিলেও উয়েফার টেকনিকাল পর্যবেক্ষক দলের নির্বাচিত একাদশে জায়গা পেয়েছে ৫টি দলের খেলোয়াড়েরা। যেখানে চ্যাম্পিয়ন স্পেন থেকে সর্বোচ্চ ৬ খেলোয়াড় সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন।

নান্দনিক ফুটবলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ইউরোপের মুকুট জয়ের মধ্য দিয়ে সমর্থকদের থেকে শুরু করে ফুটবল বোদ্ধাদেরও মন কেড়েছে স্পেন। বার্লিনে গত রবিবার ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে রেকর্ড চতুর্থবারের মতো ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতে স্পেন। সাত ম্যাচের সবগুলোই জিতে ট্রফি উঁচিয়ে ধরে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

টুর্নামেন্টের পর্দা নামার এক দিন পর ৪-৩-৩ ফর্মেশনের সেরা একাদশ ঘোষণা করল উয়েফা।

উয়েফার সেরা একাদশে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া ফ্রান্স থেকে জায়গা পেয়েছেন ২ জন এবং একজন করে খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছেন ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানির দল থেকে। উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, সেরা একাদশ নির্বাচনে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দলের খেলায় প্রভাবও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

ইউরো ২০২৪-এর সেরা একাদশ

মাইক মিঁয়া (ফ্রান্স), কাইল ওয়াকার (ইংল্যান্ড), উইলিয়াম সালিবা (ফ্রান্স), মানুয়েল আকাঞ্জি (সুইজারল্যান্ড), মার্ক কুকুরেইয়া (স্পেন), রদ্রি (স্পেন), দানি ওলমো (স্পেন), ফাবিয়ান রুইস (স্পেন), লামিনে ইয়ামাল (স্পেন), জামাল মুসিয়ালা (জার্মানি) ও নিকো উইলিয়ামস (স্পেন)

ব্যালন ডি'অরের তালিকায়

মেসি, নেই রোনালদো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সদ্যই শেষ হয়েছে মহাদেশীয় ফুটবলের দুটি বড় আসর কোপা আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। এই দুই টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে ২০২৪ সালের ব্যালন ডি'অরের হিসেবনিকেশ। ফুটবলভিত্তিক ওয়েবসাইট গোল ডটকম-এর নির্বাচিত তালিকায় এবারও ঠাঁই পেয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তবে জায়গা হয়নি পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। এবারের ব্যালন ডি'অরে বেশ ভূমিকা রেখেছে ইউরোর পারফরম্যান্স। তাতে হ্যারি কেইন-জুড বেলিংহ্যামের স্বপ্ন ভেঙে নায়ক বনে গেছেন স্পেনের মিডফিল্ডার রদ্রি। সেই সঙ্গে ৩ গোল আর ২ অ্যাসিস্ট করে গোল্ডেন বুট জিতেছেন স্বদেশি দানি ওলমো। আর তাতেই দুজনেই আছেন এবার ব্যালন ডি'অর জয়ের শীর্ষে। তাদের সঙ্গে তালিকায় আছেন বার্সেলোনার উদীয়মান স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামালও।

তালিকায় আরও আছেন রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও আর্জেন্টিনার ম্যানচেস্টার সিটির স্ট্রাইকার জুলিয়ান আলভারেজ। ইন্টার মিয়ামির মহাতারকা লিওনেল মেসির নাম থাকলেও তিনি আছেন সেরা দশের বাইরে। ১৬ নম্বরে আর্জেন্টাইন মহাতারকার অবস্থান। বিপরীত অবস্থানে থাকা আল-নাসর তারকা রোনালদোর জায়গাই হয়নি তালিকায়।

এই তালিকায় সবার শীর্ষে রদ্রি, দ্বিতীয়তে আছেন ভিনিসিয়ুস। তারপর একে একে আছেন যথাক্রমে জুড বেলিংহ্যাম, দানি কারবাহাল, লাউতারো মার্টিনেজ, টনি ক্রুস, কিলিয়ান এমবাপ্পে, হ্যারি কেইন, ফিল ফোডেন, নিকো উইলিয়ামস, ফ্লোরিয়ান বির্টজ, লামিন ইয়ামাল, আর্লিং হালান্ড, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, আলভারো মোরাতা, লিওনেল মেসি, জুলিয়ান আলভারেজ, দানি ওলমো, বুকাওয়ে সাকা এবং রদ্রিগো।

এবার ব্যালন ডি'অরের জন্য ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত পারফর্ম্যান্স ধরা হবে। বর্ষসেরার এই পুরস্কারটি সবশেষ পেয়েছিলেন মেসি। সব মিলিয়ে রেকর্ড ৮ বার এই পুরস্কার জিতেছেন তিনি। ৫ বার জিতেছেন রোনালদো। লুকা মদ্রিচ ও করিম বেনজেমা জিতেছেন একবার করে।

রিয়ালের বর্ণিল এমবাপ্পে বরণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে টানেলের সিঁড়ি ভেঙে হাত নাড়তে নাড়তে দেখা দিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের সাদা জার্সিতে তাঁকে একটু অন্য রকমই লাগছিল। স্বপ্নপূরণের আতিশয্যে ফরাসি তারকা নিজেও সম্ভবত একটু লজ্জা পাচ্ছিলেন। হাসছিলেন মিটিমিটি। সমর্থকদের অবশ্য এত খুঁটিনাটি দেখার সময় কোথায়! টানেলের সিঁড়ি ভাঙার সময়ই গর্জনে ফেটে পড়েছে বার্নাব্যুর গ্যালারি। সেস্নাগান ধরেছে এমবাপ্পের নামে। কিছুক্ষণ পর এমবাপ্পে যখন মঞ্চে কথা বলার মাঝে 'আলা মাদ্রিদ' বলে উঠলেন, তখন সমর্থকদের গর্জনে কেউ কেউ কানেও হাত দিয়েছেন। আর কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন যাক, স্বপ্ন সত্যি হলো!

স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ব্যাপারটি দুই পক্ষের জন্যই সত্যি। রিয়ালে যোগ দেওয়া যেমন এমবাপ্পের স্বপ্ন ছিল, তেমনি মাদ্রিদের ক্লাবটিও ২০১৭ সাল থেকে ছুটছিল তার পিছু। প্রায় প্রতি মৌসুমে দলবদলের বাজারে গুঞ্জন উঠেছে, এবার বুঝি পিএসজি ছেড়ে রিয়ালে যাচ্ছেন। কিন্তু ছয় বছর ধরে কোনোভাবেই ব্যাটেবলে মেলাতে পারেনি দুই পক্ষ। ২০২২ সালে জুনে এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়া যখন নিশ্চিত মনে হচ্ছিল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর হস্তক্ষেপে পিএসজিতে থেকে যেতে রাজি হন তিনি। শেষ পর্যন্ত গত জুনে 'ফ্রি এজেন্ট' হয়ে পড়া এমবাপ্পের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করে রিয়াল। এরপর অপেক্ষা ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) শেষে গতকাল সে আনুষ্ঠানিকতাও সারল রিয়াল। বার্নাব্যুতে সমর্থকদের সামনে ঐতিহ্যবাহী ৯ নম্বর জার্সিতে এমবাপ্পেকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল বর্তমান ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম আগেই জানিয়েছিল, এমবাপ্পেকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে বার্নাব্যুর কোনো সিট খালি থাকবে না। ৮০ হাজার আসনের এই স্টেডিয়ামে সিট তো নেই-ই, স্টেডিয়ামের বক্সগুলোও খালি নেই বলে এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে জানিয়েছিল স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস। অন্তত ১০০ সংবাদকর্মীও উপস্থিত ছিলেন এই মহাযজ্ঞে। স্টেডিয়ামের ভেতর মাঠে তৈরি করা হয়েছিল নীল রঙের মঞ্চ। তার ওপরে সারি সারি করে রাখা রিয়ালের চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। দর্শক আসনে এমবাপ্পের মা ফাইজা লামারিকেও চশমার নিচ দিয়ে একবার চোখ মুছতে দেখা গেল। সন্তানের এই অর্জনে আবেগ ভর করেছিল লামারির মনে।

আবেগ ভর করেছিল এমবাপ্পের মধ্যেও। রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ এমবাপ্পেকে মঞ্চে ডেকে আনার পর সেখানে উপস্থিত ছিলেন রিয়াল ও ফ্রান্সের কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। ফ্রান্সের এই সময়ের সেরা তারকাকে দলে ভেড়ানোর অনুষ্ঠানে সেই দেশের ইতিহাস-সেরা ফুটবলারকে এর বাইরে রাখার কথা ভাবেনি রিয়াল। আর জিদান তো রিয়ালের 'ঘরেরই মানুষ'। কোচ হিসেবে টানা তিনবার ইউরো-সেরা বানিয়েছেন রিয়ালকে। মঞ্চে কিংবদন্তির সামনে দাঁড়িয়েই মুখে হাসি ফুটিয়ে একটু ধরে আসা গলায় সমর্থকদের প্রতি 'শুভ সকাল' জানান এমবাপ্পে। এরপর বলেছেন, 'স্প্যানিশে কথা বলার চেষ্টা করব।'

এমবাপ্পে এরপর নিজের কথা বললেন, 'এখানে আসতে পেরে অবিশ্বাস্য লাগছে। অনেক বছর ধরেই রিয়ালে খেলার স্বপ্ন দেখেছি, আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হলো। সুখী লাগছে। রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে ধন্যবাদ। তিনি প্রথম দিন থেকেই আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। অনেক কিছুই ঘটেছে... কিন্তু ধন্যবাদ। এখানে আসার জন্য যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকেও ধন্যবাদ। (গ্যালারির প্রতি) আমার পরিবারকে দেখছি। মা কাঁদছেন (বলে রিয়ালের ব্যাজে চুমু খান এমবাপ্পে)।' পিএসজিতে সাত মৌসুম কাটানো এমবাপ্পে এরপর রিয়ালে নিজের লক্ষ্য নিয়ে বললেন, 'শৈশব থেকে একটি স্বপ্নই দেখেছি এবং এখানে আসতে পারাটা আমার জন্য অনেক কিছু। এখন আমার সামনে আরেকটি স্বপ্ন। এই ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হতে চাই। এই ক্লাব ও ব্যাজের জন্য আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করব।' ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এরপর একটু থেমে বলে চললেন, 'ফুটবল ইতিহাসে সেরা ক্লাবটির খেলোয়াড় হয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে... এখন সবাই একসঙ্গে বলি ১, ২, ৩, আলা মাদ্রিদ!'

গ্যালারিতে ৮০ হাজার পেরিয়ে যাওয়া সমর্থকের দলও সঙ্গে সঙ্গে 'আলা মাদ্রিদ' বলে সমস্বরে গর্জন করে ওঠেন।

মঞ্চে কথা বলা শেষে মাঠে নেমে কয়েকটি বল নিয়ে কসরত দেখান এমবাপ্পে। কিছু বল কিক মেরে গ্যালারিতেও পাঠান। বলটি স্যুভনির হিসেবে রাখতে সমর্থকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়েছে। এর মধ্যে গ্যালারির কাছে গিয়ে এক খুদে সমর্থকের হাতে বলও তুলে দিয়েছেন। জিদান, এমবাপ্পে এবং তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে ছবিও তুলেছেন রিয়াল সভাপতি পেরেজ। এমবাপ্পে মঞ্চে ওঠার আগে রিয়াল সভাপতি তার বক্তব্যের একটি অংশে বলেছেন, 'রিয়ালের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। তোমার চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের কারণে ফ্রান্স থেকে হাজারো খুদেরা এসেছে। এসব দেখে খুব গর্ব লাগছে। কিলিয়ান, ঘরে তোমাকে স্বাগত, রিয়াল মাদ্রিদে স্বাগত।'

কোচ কার্লো আনচেলত্তির অধীনে গতকাল থেকেই অনুশীলন শুরু করেছে রিয়াল। এমবাপ্পে কয়েক দিন পর অনুশীলনে যোগ দেবেন। ইউরোয় তার অধিনায়কত্বে সেমিফাইনালে উঠেছিল ফ্রান্স। স্পেনের কাছে হেরে বাদ পড়ে। পিএসজিতে ছয়বার লিগ জিতলেও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেননি। ইউরোপ-সেরা হওয়ার স্বপ্নও এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়ার বড় কারণ।

কোপা জয় করে তিন পোস্টে

যা লিখলেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপার ফাইনালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ৬৪ মিনিটেই চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন লিওনেল মেসি। এরপর আর খেলা হয়নি। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক চোখের জল নিয়ে মাঠ ছাড়লেও কোপা মিশন শেষ করেছেন হাসি দিয়ে। টানা দুই শিরোপা জিতেছে তার দল।

শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর পর ১১২ মিনিটের মাথায় একমাত্র গোলটি করেন লাওতারো মার্টিনেজ। তার গোলেই কোপা আমেরিকায় টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। মার্টিনেজ গোলটি করেই ছুটে যান মেসির কাছে। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। কান্নারত মেসির মুখে ফোঁটে হাসি। এরপর নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রামে মেসি একে একে তিনটি পোস্ট করেন। কোপা জয়ের পর প্রথম পোস্টে তিনি দুই হাতে কোপা আমেরিকার দুটি ট্রফি নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'আরও একটি...।'

দ্বিতীয় পোস্টে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শিরোপা উদ্‌যাপনের ছবি দিয়ে মেসি লিখেছেন, 'পরিবার।' ভালোবাসার ইমোজির পর লিখেছেন, 'সব সময় পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।'

তৃতীয় পোস্টটিতে সবাইকে ধন্যবাদ জানান মেসি। সেই সাথে নিজের চোটের অবস্থাও জানান তিনি। মেসি লিখেছেন, 'কোপা আমেরিকা শেষ। প্রথমেই আমি আমাকে দেয়া বার্তা আর অভিনন্দনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

নিজের ইনজুরির বিষয়টি নিয়ে মেসি লেখেন, 'আমি ঠিক আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আশা করছি, দ্রুতই আমি মাঠে ফিরতে পারব এবং আমি যে কাজটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেটা উপভোগ করব।'

কেন আর্জেন্টিনার শিরোপা উৎসবে

ছিলেন না মেসি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয়বারের মতো কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। সেই ট্রফি জয়ীরা সোমবার রাতেই পৌঁছে যায় বুয়েন্স আয়ার্সে। সেখানে বিজয়ীদের অপেক্ষায় ছিলেন ফুটবল সমর্থকরা। সেখানেই ছাদখোলা বাসে করে শিরোপা নিয়ে উৎসব করেন আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা।

তবে এবারের উদযাপনে ছিলেন না লিওনেল মেসি। কোপার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতেই থেকে গেছেন। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ফাইনাল ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান মেসি। সেই চোটের চিকিৎসা করাতেই মূলত মায়ামিতে থেকে গেছেন মেসি।

মেসির অবর্তমানে আর্জেন্টিনা দলকে নেতৃত্ব দেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। আর সামনে ছিলেন সদ্য ফুটবলকে বিদায় জানানো ডি মারিয়া। মেসি অবশ্য নিজের ইনজুরির আপডেট জানিয়েছেন সমর্থকদের। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'কোপা আমেরিকা শেষ হয়ে গেছে। সব কিছুর আগে প্রথমেই আমি ভক্ত-সমর্থক সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ, শুভাকাঙ্ক্ষীরা সবাই মেসেজ দিয়েছেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

সকাল হওয়ার পরও শহরের প্রধান রাস্তা ছিল হাজার হাজার মানুষের দখলে। পুলিশের অনুরোধেও রাস্তা খালি করার আগ্রহ দেখা যায়নি উৎসবমুখর মানুষের। শেষে বিশাল পুলিশ বাহিনী জলকামান নিয়ে এসে রাস্তা খালি করে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR